তারিখ 31 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

যুগান্তর

গাজীপুর উচ্চ বিদ্যালয়

দক্ষ শিক্ষকের সংকট

রায়হানুল ইসলাম আকন্দ, *শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

বিষয়ের সংখ্যাধিক্য এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকের সংকট সৃজনশীল পদ্ধতিতে সাফল্যের অন্যতম বাধা বলে জানান শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজ উদ্দিন। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্বে একটি শিক্ষা বর্ষে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্বল্পসংখ্যক বিষয়ে পাঠদান করা হয়। শিক্ষকদেরও যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একটি শিক্ষা বর্ষে অনেক বেশি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের চলমান ধারায় যুক্ত রাখা প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে কমপক্ষে উপজেলা পর্যায়ে অভিজ্ঞতা শেয়ারিং, বিষয়ভিত্তিক পাঠের অধ্যায় নিয়ে শিক্ষকদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে ৭৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে এমপিওভুক্ত ১৭ এবং খণ্ডকালীন ৩ জন শিক্ষক। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীদের কক্ষ সংকট রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধান শিক্ষক।

বিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক ও সৃজনশীল পদ্ধতির মাস্টার ট্রেইনার নূরুল ইসলাম বলেন, গতানুগতিক ধারায় কমন পড়লে সেখানে কম মেধাবীরা বুঝে অথবা না বুঝে উত্তর দিত। সৃজনশীল পদ্ধতি মেধাবীদের জন্য অনেক ভালো। আর অল্প মেধাবীদের পাস করা সহজ হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রমের। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। যেহেতু উন্নত দেশের সঙ্গে মিল রেখে সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি শিক্ষকদের প্রণোদনার ব্যবস্থাও করতে হবে। তিনি বলেন, আগের পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় জ্যামিতির বিকৃত চিত্রের জন্য সংকট : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সংকট : শিক্ষকের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কোনো নম্বর দেয়া হতো না। অংকের একটি জায়গায় ভুল হলে পুরো নম্বর কাটা হতো। আর সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যতটুকু সঠিক উত্তর দেবে ততটুকুর জন্যই নম্বর পাবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সদস্য আবদুল আজিজ বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পড়ে, বুঝে বিষয় আয়ত্ত করে। তবে অল্প মেধাবীরা এ পদ্ধতিতে পাস করতে পারলেও ভালো ফলাফল করতে পারে না। সৃজনশীলে গণিতে সমস্যার কথা জানায় অনেক শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাফায়েত মোমেন জানায়, গণিতে বিশেষ করে জ্যামিতির ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ জটিল। এছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানের উদ্দীপক পড়েও না বুঝার কারণে অনেক সময় উত্তর করা যায় না। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রুনা লায়লা জানায়, হিসাববিজ্ঞান প্রশ্নের উদ্দীপক পড়ে বেশিরভাগ সময়ই কি উত্তর হবে তা বোঝা যায় না। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাস করা সহজ কিন্তু ভালো ফল করা কঠিন।